জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে বালিকার হাতিয়ার বিবেক

সোমা মুখোপাধ্যায়

নামটাই হয়ে উঠল তাঁর পরিচয়। সত্যিই 'বিবেক'-এর প্রমাণ দিলেন বিবেক রাঠৌর। তাঁর এই ভূমিকাতেই হয়তো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে আট বছরের প্রতিমা— যার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক তো দূরের কথা, এক চিকিৎসকের চেম্বারে চোখের দেখা ছাড়া পরিচয়ই ছিল না বিবেকের।

পথ দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রায় পঙ্গু হতে বসেছিল এই বালিকা। টাকার অভাবে তার পায়ে অস্ত্রোপচার না করিয়ে মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন প্রতিমার বাবা। তখন ডাক্তারের চেম্বারে বিবেক রাঠৌরের তা নজরে পড়ে। বাকিটা কার্যত একটি মানবিকতার কাহিনি। কলকাতার এই মানবিক মুখ দেখে আপ্লুত প্রতিমাদের পরিবার। প্রতিমা ওরফে ঝুম্পা জানিয়েছে, ওই 'কাকু'কে সে কোনওদিন ভুলবে না।

চলতি মাসের ২ তারিখে বিয়ে বাড়ির নিমন্ত্রণে গিয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থানার

হাসপাতালে মায়ের সঙ্গে প্রতিমা মাইতি। শুক্রবার। — দেবীপ্রসাদ সিংহ

বারুইপুরের বাসিন্দা প্রতিমা মাইতি। ফেরার পথে একটি ট্যাক্সি সজোরে ধাক্কা মারে তাকে। চোট লাগে বুকে, মাথায় এবং উরুতে। প্রথমে তমলুক হাসপাতাল। সেখান থেকে নীলরতন সরকার এবং পরে এস এস কে এমে তাকে নিয়ে আসা হয়। কোথাও থেকেই কোনও আশ্বাস না পেয়ে পর দিন তার বাবা দিলীপবাবু মেয়েকে নিয়ে আসেন রুবি জেনারেল হাসপাতালে। চিকিৎসকেরা দেখেন, প্রতিমার দু'টি ফিমারই ভেঙে গিয়েছে। ভেঙেছে পাঁজরের বেশ কয়েকটি হাড়। মাথায় গুরুতর চোট। সেগুলি নিয়ন্ত্রণে আনার পরে যখন ফিমারে স্টিলের রড ঢুকিয়ে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখনই ওঠে খরচের প্রসঙ্গটি।

আনুমানিক ৭০ হাজার টাকা খরচের কথা শুনে দিলীপবাবু ও তাঁর স্ত্রী সঞ্জু স্থির করেন, অস্ত্রোপচার না করিয়েই মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। এই পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসেন শল্য চিকিৎসক কুণাল সেনগুপ্ত ও তাঁর সতীর্থরা। তাঁরা জানান, চিকিৎসার জন্য ফি নেবেন না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের বাকি খরচ মকুব করে দেন। কিন্তু টাইটেনিয়াম ইলাস্টিক নেল-এর জন্য প্রায় ২০ হাজার টাকার সংস্থান পুণের হোটেলে বাসন ধোওয়ার কাজে যুক্ত কর্মী দিলীপবাবু করতে পারেননি। যাঁর বেতন ১২০০ টাকা, তিনি ওই টাকা জোগাড় করবেন কোথা থেকে?

ঘটনাচক্রে সেই সময়েই সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের চেম্বারে হাজির ছিলেন আর এক রোগী— পেশায় আর্কিটেক্ট বিবেক রাঠৌর। মেয়েটির বাবাকে আটকান তিনিই। তাঁর আর্থিক সহায়তার জন্যই অস্ত্রোপচার করা গেল আট বছরের প্রতিমার। বিবেকবাবু বলেন, "একজন নাগরিক হিসেবে এই সমাজকে আমারও কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার আছে। সেই দায়িত্ব থেকেই এটা করেছি। আমার মনে হয়, যাঁদের সামর্থ্য রয়েছে, তাঁদের সকলেরই এ ভাবে এগিয়ে আসা উচিত।"

অস্ত্রোপচারটি করতে পেরে সন্তুষ্ট কুণালবাবু নিজেও। তিনি বলেন, "এই 'কেস'টা আমার কাছে অভিনব। মেয়েটিকে সুস্থ করে তোলাটা আমার কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল।"

দু'পায়ে মোট চারটি রড ঢোকানো রয়েছে। এখনও অনেক ধাপ পেরনো বাকি। ফলো-আপ চিকিৎসা, নিয়মিত ওষুধপত্র, পুষ্টিকর খাবার-সব কিছুর জন্যই প্রয়োজন অর্থের। মেয়ে প্রাণে বেঁচে যাওয়ার পরেও দিলীপবাবু ও তাঁর স্ত্রীর কপালে ভাঁজ এখন সেই কারণে।